সুসংহত পরিবার সুসংহত সমাজ

মোঃ তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩

সুসংহত পরিবার
সুসংহত সমাজ

মো: তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩

প্রকাশক:
বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭ বি লেনিন সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০১৩

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০২১

বিনিময়: ১৫ টাকা

মুদ্রণে: মিমঝিম বুক বাইন্ডিং
কলকাতা-৭০০০০৯

Su-sanghata Poribar Su-sanghata Somaj
Md. Taherul Haque
Published by: Bangla Islami Prakasani Trust
27B, Lenin Sarani, Kolkata-700 -013
Printed by: Mimjhim Book Binding
Kolkata-700 009
Price RS. 15/- only

ভুমিকা

পৃথিবীর সকল সমাজে পারিবারিক জীবনের একটা রূপরেখা আছে। সমাজ গড়ে ওঠে পরিবার নিয়ে, আর পরিবারের ভিত্তি হলো বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন। সংসারের সার্বিক সুখ-শান্তি নির্ভর করে নারী-পুরুষের যৌথ জীবনের নিত্য দিনের কার্যকলাপ ও আচরণের ওপর। আজ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পারিবারিক জীবন বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। হয়েছে পারিবারিক মূল্যবোধের শ্মশান-সম অবস্থা। নারী পুরুষের অবাধ যৌনাচার এবং নিজ নিজ যৌন জীবনের উলংগ স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ পারিবারিক নৈতিকতার কবর রচণা করেছে। ক্ষুদ্র পরিবার সুখী পরিবার-এই কষ্টকল্পিত ভাবনা আজ সকল বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের উলংগ ও নির্লজ্জপনার পারিবারিক ধারণা আজ পরাণুকরণ প্রিয় মুসলিম সমাজকেও গ্রাস করার ফলে এমন আদর্শিক সমাজেও ঘুণ ধরার মতো বিপন্ন দশার শিকার হয়েছে। দেশের সাথে বাংলার অজস্র মুসলিম যুবক যুবতীও আজ উদ্ভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে পরাণুকরণের নেশায় বুদ হচ্ছে! এই সমাজকে বাঁচানোর দায়িত্ব যাদের ওপর বর্তায়, সেখান থেকে ইতিবাচক সাড়া কম পাওয়া যাওয়ার কারণে সারা বাংলাকে সচেতন করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। বিশ্বের বহুবিধ পারিবারিক সমাজের বিকল্প হিসেবে ইসলামই যে একান্ত নির্ভর যোগ্য মানবিক ও প্রকৃতিগত স্বভাব সুলভ ব্যবস্থা, তা আজ স্পষ্ট করে দেশের সামনে তুলে ধরার ঐতিহাসিক আবশ্যকতা রয়েছে। ইসলাম নিছক গুটিকয় প্রাত্যহিক আচরণের নাম নয়, বরং মানব জীবনের সার্বিক প্রয়োজন পূরণের সফল দিশা দেয়, এক কথায় জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা, তার জন্য গণমুখী প্রচার প্রসার দরকার। এই উদ্দেশ্যে 'সুসংহত পরিবার-সুসংহত সমাজ'-বইটি বাংলার সুশীল সমাজের কাছে পেশ করা হলো। আল্লাহ, আজকের ঘৃণাবর্ত থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

মোঃ তাহেরুল হক

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সু-সংহত পরিবারের ধারণা	৫
পরিবারের ভিত্তি ও বাঁধন	৬
বিবাহের নীতিমালা	৭
বিবাহের বয়সের নীতি কথা	৮
নারীর অর্থনৈতিক অধিকার	১২
ভ্রূণহত্যা মহাপাপ	১৩
মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার	১৩
ইসলামের দৃষ্টিকোন	১৪
সন্তান আল্লাহর দান	১৬
শিশুদের যত্ন মত গড়া	১৮
সন্তান পুত্র-কন্যা ? আল্লাহর দান	১৯
পিতা-মাতার দায়িত্ব	২০
সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২২
শ্বশুড়ি-বৌ-এর বিবাদ	২৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলামের সু-সংহত পরিবারের ধারণা

নারী পুরুষের মধ্যে প্রকাশ্য ও বৈধ বন্ধনের (বিবাহের) মাধ্যমে গড়ে ওঠা মধুর সম্পর্ক হলো পরিবারের ভিত্তি। কুরআন এর মৌলিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে।

وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

'আর তিনিই পানি হতে একজন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পরে তার হতে বংশগত এবং বৈবাহিক সম্পর্কগত দুটি স্বতন্ত্র আত্মীয়তার ধারা শুরু করেছেন। আপনার আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী।' (সূরা ফুরকান: ৫৪)

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

'আর তিনিই আল্লাহ, যিনি তোমাদের জন্য তোমাদের স্বজাতীয় স্ত্রী বানিয়ে দিয়েছেন এবং এই স্ত্রীদের থেকেই তোমাদেরকে পুত্র-পৌত্রাদি দান করেছেন।' (সূরা নাহল: ৭২)

وَمِن كُلِّ شَىْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'আর প্রত্যেক জিনিসেরই আমি জোড়া সৃষ্টি করেছি- সম্ভবতঃ তোমরা তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করবে।' (সূরা যারিয়াত: ৪৯)

সুতরাং এর থেকে নিম্ন বিষয় গুলি প্রতীয়মান হয় :-

১) আত্মীয়তার ভিত্তি মূলতঃ দুই প্রকার -

ক) বংশগত বা রক্তের সম্পর্কীয়। যেমন -পিতার দিক দিয়ে দুই-চাচা ও ফুফু (চাচাতো ভাই- বোন) এবং (ফুফাতো ভাই- বোন) মাতার দিক দিয়ে দুই-মামা ও খালা মামাতো ভাই-বোন এবং খালাতো ভাই- বোন। এবং ২) বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়েও এই সম্বন্ধ দ্বিগুণ হয়। নারী ও পুরুষের উভয়ের বৈবাহিক কারণে উভয়ের নিকটাত্মীয়গণ উভয়েরই একান্ত আত্মীয় হয়ে যায়। এটাই পরিবার জীবনের সম্বন্ধের মৌলিক ভিত্তি। এর পরিপূরক হিসাবে আরো এক সম্বন্ধ একান্ত আপন হয় কিন্তু আজকের বাস্তব সমাজ কিছু অজানাগত কারণে এবং কতকটা গাফিলতির কারণে উপেক্ষা করে থাকে। তা হলো, শৈশবে দুধ খাওয়ার কারণে দুধ মাতা-পিতা এবং তাদের সন্তানদেরও সমীহ করা দরকার। রক্তগত সম্পর্কে যারা অবৈধ হয়, তারা শৈশবে দুধ খাওয়ার ফলেও অবৈধের সম্বন্ধ হয়।

সুসংহত পরিবারের ভিত্তি ও বাঁধন

স্বামী ও স্ত্রীই হলো পরিবারের ভিত্তি। উভয়ের মধ্যকার ভাব-ভালোবাসা ও আত্মিক ঐক্যের বাঁধন যত মযবুত হবে, পরিবারের মধ্যে সংহতি তত সুদৃঢ় হবে। কুরআন বলেছেন: -

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তাঁর নিদর্শন-সমূহের মধ্যে এও (একটি) যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই জাতির মধ্য হতে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিপুল নিদর্শন নিহিত আছে, সেই লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।' (সূরা রূম: ২১)

বাহ্যত: সমাজের বৈবাহিক ভিত্তি একটা নিছক চুক্তি মাত্র। কিন্তু ইসলাম এটাকে এবাদতের মর্যাদা দিয়ে বলেছে যে, النكاح نصف الايمان 'বিবাহ একজন ব্যক্তির ঈমানের অর্ধেক পূরণ করে।'

النكاح من سنتي . فمن رغب عن سنتي . فليس مني..(بخاري-ابن ماجه)

'বিবাহ রাসূলের সুন্নাত-যে তা উপেক্ষা করে , সে রাসূলের উম্মাতের মধ্যে গণ্য হয় না।' (বুখারী, ইবনু মাজাহ)

বৈবাহিক সম্বন্ধ নিছক চুক্তি নয় বরং সুদৃঢ় বা মযবুত বন্ধন-'মীছাকান গালীযা'--ميثاقا غليظا (৪: ২১)-এর মৌলিক দৃষ্টিকোন হলো উভয়ে উভয়ের সুখ-দুঃখের ভাগিদার হবে-একান্ত আন্তরিক ভাবে। কুরআন এর ঐক্যগত মৌলিকত্ব এভাবে পেশ করেছে যে,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের পোষাক, তোমরাও তাদের পোষাকের তূল্য।' (সূরা বাকারা: ১৮৭)

পোষাক যেভাবে একজন ব্যক্তিকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা থেকে রক্ষা করে, স্বামী-স্ত্রীও একে অন্যকে সেভাবে সকল অবস্থায় একান্ত আন্তরিকভাবে পরস্পরের প্রতি রক্ষাকারী হবে। এটাই বিবাহের শপথের মর্মকথা। যখন দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের ঘাত প্রত্যাঘাত উপস্থিত হয়, তখনই এই যুগলের জন্য ফরয হলো পরস্পরের জন্য উৎসর্গকৃত প্রাণ হয়ে মযবুত চুক্তির বাস্তব সাক্ষ্য দেওয়া।

বিবাহের নীতিমালা

বিবাহের জন্যেও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। কুরআনের পাঁচ শতাধিক আয়াতে বৈবাহিক জীবনের পর সু-সংহত জীবন-যাপনের রূপরেখা

বর্ণিত হয়েছে। অথচ আমাদের প্রাত্যহিক নামায (৮২), রোযা (২৬) এবং যাকাত ও হজের জন্যে (১৭২)=মোট ২৮০-এর বেশী আয়াত নেই। আর আমরা প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের জন্য যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করি, তাতে জীবনের ভিত্তি যে ইসলামের পারিবারিক নীতিমালা, তার আলোচনা খুবই সীমিত! পারিবারিক জীবন তো বাস্তবের কষাঘাতে গড়ে ওঠা জীবন। সংসার সমরাঙ্গণে নিত্যদিনের কষ্ট ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যে সফল হতে পারে, সেই তো ঈমানের কঠিন পরীক্ষায় উতরে যায়। সংসার জীবনে আয়-উপার্জন, সামাজিক জটিলতার মাঝে যে ধৈর্য্য ও ঈমানী বুদ্ধিমত্তার সাথে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকে যে তার জীবনের পরীক্ষায় সে হয় সফল বিবাহের উদ্দেশ্য নিছক জৈবিকভাবে জীবন কাটানো নয়। বরং আল্লাহর হুকুম ও নবীর আদর্শ মেনে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলাই এবাদত। এটাই বিবাহের নীতিবোধ, লক্ষ্যও।

বিবাহের বয়সের নীতি কথা

ছেলে-মেয়েদের জন্য এক এক দেশে ১৫ থেকে ২১ বছরের নিম্ন সীমা আরোপ করা হয়েছে। ইসলামে বিবাহের মৌলিক দৃষ্টিকোন হলো ছেলে-মেয়ের সাবালকত্বে পৌঁছানো। ইংরেজ যুগের ১৯২৯-এর সারদা আইন (১৫ এবং ১৮) সংশোধন করে আমাদের দেশে মেয়েদের ১৮ বছর এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছর বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট করেছে। এ বিষয়ে কুরআনের নিম্ন আয়াত দ্রষ্টব্য-

وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ (সূরা নিসা-৬)

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ (নূর-৫৯)

وَٱلَّـٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن (তালাক-৪)

(আদর্শ বিবাহ পদ্ধতি---দ্রষ্টব্য)

বিবাহের পূর্বে যুবক-যুবতীর একান্তে চলাফেরা, মেলামেশার মধ্য দিয়ে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠাই স্বাভাবিক। ইসলাম এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (সূরা নূর: ৩০-৩১)

বিবাহের জন্য আর্থিক সচ্ছলতা বা স্বাবলম্বী হওয়া একান্ত আবশ্যক নয়। আজকের সমাজে ভালো উপার্জন, চাকুরী, ব্যবসায়ের ভালো জায়গায় না থাকলে যুবকের বয়স ৩০ থেকে ৪০ বছরে পৌঁছালেও বিবাহে আগ্রহী হয় না। যুবতীদের ক্ষেত্রেও পাত্রের উন্নতমানের চাকুরী, আর্থিক সচ্ছলতায় উপচে পড়া ভাব থাকা আবশ্যক মনে করা হচ্ছে। অন্যথা বয়স বেশী হলেও উভয় ক্ষেত্রেই অবিবাহিত থাকার প্রবনতা বাড়ছে। এর ফলে সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। পক্ষান্তরে বিবাহের বয়স হওয়ায় ছেলে বা মেয়ের বিবাহ না দিলে যদি পাপ কিছু হয়, তার অংশীদার হবে তাদের অভিভাবকেও। তাই কুরআন বলছে:

إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۝ حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ

'যারা বিবাহের জন্য আর্থিকভাবে সামর্থ রাখে না এবং বিবাহে আশঙ্কা আছে যে, স্ত্রীর অধিকার আদায় না করলে গুণাহগার হয়ে যাবে; তারা যেন ধৈর্য ও পবিত্রতা সহকারে অপেক্ষা করে। যে পর্যন্ত না আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে মালদার করে দেন।' (সূরা আন-নূর: ৩২-৩৩)।

বিবাহের পূর্বে পাত্রী নির্বাচন বিষয়ে কিছু কুপ্রথার চলন আছে।

রাসূল (স) বলেছেন:

الدنيا كلها متاع - خير المتاع المراءة الصالحة

'সমগ্র দুনিয়া তোমাদের জন্য আসবাব সামগ্রী। সর্বোত্তম সামগ্রী হলো সৎ স্ত্রী।' (মুসলিম)

تنكح المراءة لاربع لمالها و لحسبها ولجمالها و لدينها

'নারীকে স্ত্রী হিসাবে বিবাহ করার আগে চারটি বিষয় দেখবে। ১) তার বংশ পরিচয়। ২) তার আর্থিক অবস্থা। ৩) সে দেখতে সুন্দর কি না। ৪) দ্বীনদারী বা সৎ চরিত্র। প্রথম তিনটির তুলনায় দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবাহ স্থির করবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত- ২৯২৮)

দ্বীন অপেক্ষা অন্যগুলো প্রাধান্য দিলে অসংখ্য রকম বিপর্যয় দেখা দেবে। বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর নিষিদ্ধ ব্যাপার আছে। তিন প্রকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্বন্ধ হবে না।

১. বংশগত সম্পর্ক।
২. বৈবাহিক সম্পর্ক।
৩. দুগ্ধ পানের সম্পর্ক।

'রক্ত সম্পর্কের কারণে যে যে সম্পর্ক হারাম হয়, দুধ পানের কারণে সেই সেই সম্পর্ক হারাম হবে।' (মুসলিম)

বর্তমান সমাজে মিশ্র বিবাহের চলন বাড়ছে। মিশ্র বিবাহের সুফল ইসলাম-বিরোধী সমাজ মনে করলেও আল্লাহ বলেছেন :

أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ

'এই ব্যবস্থা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকে অথচ

আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানায়।' (সূরা বাকারা-২২১)

কাজেই জাতীয় স্রোত সমাজকে পাপের গড্ডালিকায় নিমজ্জিত হওয়ার পরিবেশ তৈরী করছে। যাদের মধ্যে ঈমানের সামান্য স্বাদ আছে, তারা এর থেকে নিজেরা এবং সমাজকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (এবং সূরা নিসার ২২ ও ২৩ নং আয়াতে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হওয়ার তালিকা আছে)।

حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم. و عماتكم وخالاتكم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتكم الاتي ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة -------- و حلاءل ابناءكم الذين من اصلابكم- و ان تجمعوا بين الاختين ----------

বিবাহের জন্য ইসলামী নীতিমালায় আবশ্যিক করা হয়েছে মেয়েদের জন্য অভিভাবকের। অভিভাবক ছাড়া বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হয়। কুরআন স্পষ্ট বলেছে:

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

'মেয়েদের বিবাহ দাও তাদের মালিক বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়েই।' (সূরা নিসা: ২৫)

কুমারী মেয়েদের স্বেচ্ছায় বিয়ে করা বৈধ নয়। বরং অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করলে সে বিয়ে হালাল হবে না, বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। বিবাহের জন্য অগ্রিম মোহর আবশ্যক। বিবাহের পর স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে সন্তুষ্ট চিত্তে মোহর আদায় করো। মোহর আদায় করা ফরয।

فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا
فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (নিসা-৪ এবং ২৪)

সমাজে বর পণ ও যৌতুকের নামে অনাচার বিরাজ করছে। পাত্রের আর্থিক সক্ষমতা হলে বিবাহের জন্য নিজস্বভাবে ব্যয় বহণ করবে। পক্ষান্তরে পাত্রের কোন কোন অভিভাবক লোভাতুর হয়ে এক রকম ভিখারীর বেশে পাত্রীর অভিভাবকের নিকট থেকে অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহ করে। যৌতুক প্রথা ইসলামে নিষেধ। পাত্রীর অভিভাবক স্বেচ্ছায় স্বত:স্ফুর্ত হয়ে তার মেয়ের জন্য কিছু সামগ্রী দিলে দিতে পারে। কিন্তু তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। ভিন্ন পথে চাপ দিয়ে সামগ্রী আদায় করা সামাজিক অপরাধ। পাত্রের প্রতিপালনে অভিভাবকের যেমন কষ্ট ও ব্যয় হয়; পাত্রীর প্রতিপালনেও কি কষ্ট ও ব্যয় বহন করতে হয় না? কাজেই যৌতুকের নামে অর্থ শোষণ এক রকম সামাজিক পাপ। অনেকেই যৌতুক দানের সপক্ষে হযরত ফাতেমা প্রসঙ্গ তোলেন কিন্তু এটা একটা অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি মাত্র। কেননা আবু তালেবের অসচ্ছল সংসার থেকে রাসূল ﷺ হযরত আলীকে বাল্য কালেই নিজ সংসার ভুক্ত করেন। যখন তার বিবাহ হয়, তারই বর্ম বিক্রয় করে হযরত আবু বাকার (রা)-কে দিয়ে বাজার থেকে একটা চামড়ার বালিশ, কালো ইয়ামানী চাদর, খাটিয়া, পানির কলসী, কাপড় ও খোশবু কিনিয়ে আনার পর বেঁচে যাওয়া অর্থ ফাতেমাকে মোহর হিসাবে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাই এমন ভোঁতা যুক্তি অনর্থক। (শারহে মাওয়াহিব-২/৩-৪)

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ দিয়েছে বিভিন্ন ভাবেই। স্বামীর সম্পদের আট ভাগের এক ভাগ (১/৮)। এ ছাড়া পিতার সম্পদেও স্থায়ীভাবে কন্যার অকাট্য অংশ আছে। কন্যা পিতার সম্পদে ভায়ের অর্ধেক অংশ পায়। এরও বাস্তব যৌক্তিকতা আছে। বাস্তব ও সামগ্রিক বিষয় নিয়ে সঠিক জ্ঞাণ ও পরিকল্পনার অজ্ঞতা

থাকায় অনেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বুঝতে হবে যে, স্ত্রীর জন্য তার সকল প্রয়োজনীয় ব্যয় ভারের দায়িত্বও তার স্বামীর। মাহরের অর্থও তার নিজস্ব মালিকানার। এ ছাড়া নারীর ব্যবসা বা কোন রকম বৈধ আয়ের উৎস থাকলে তাতে অন্য কেউ অংশীদার হতে পারে না। নারী স্বাধীন চিন্তায় বৈধ উপায়ে উপার্জনের সকল ক্ষমতা রাখে।

ভ্রূণহত্যা মহাপাপ

আজকের ইসলাম বহির্ভূত অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায় ভ্রূণ হত্যা, বিশেষ করে কন্যা ভ্রূণ হত্যার আম রেওয়াজ চালু হয়েছে। এমন কি তথাকথিত মুসলিম সমাজেও এমন মারাত্মক ব্যাধি পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাক ইসলাম যুগে আরবের জাহেলী সমাজে যা ছিল, আজকের অন্য সমাজের সাথে কেন মুসলিম সমাজে থাকবে তা কি একজন আল্লাহ প্রেমী ঈমানদার ব্যক্তির হৃদয়ে আলোড়ন তুলবে না? নারীর গর্ভের মেডিকেল পরীক্ষার পর সম্ভাব্য সন্তান কন্যা হলে ইঞ্জেকশান বা মারণ ট্যাবলেট খাইয়ে তার ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে। এটা যে গুণাহ কবীরা বা অমার্জনীয় অপরাধ, সে বোধ-বিবেক আম সমাজের সাথে অনেক ঈমানদারেরও মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। অনেকের মৌখিক ঈমানের প্রকাশ থাকলেও হৃদয় গুণাহ কবীরার সাথে যুক্ত। আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

'দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা করো না। এটা মহা পাপ।' (সূরা ইসরা: ৩৩)

পিতা-মাতা ও সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য

আমরা মনে মনে কামনা বাসনা পোষণ করি যে,আমাদের পরিবার ও সন্তান সন্ততি হোক আদর্শবান এবং শান্তির নমুনা।

কিন্তু আদর্শ পরিবার ও সুন্দর সমাজ আকাশ থেকে নামে না। আমাদের স্থির লক্ষ্য ও সুপরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ ছাড়া সুন্দর পরিবারের কল্পনা সুফল লাভ করে না। একক মানে পরিবারের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মানুষের এই পৃথিবীতে শান্তি শৃঙ্খলা ও সুন্দর বসবাসের জন্য পরিবার জীবন মৌলিক জীবন। শান্তির পারিবারিক জীবন ছাড়া মানুষ সুখী হয় না। সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি হল পরিবার জীবন। আজ বিশ্বময় পরিবার জীবন অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার দাবানলে জ্বলছে। বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সমাজ নীতিতে পরিবারের যে রূপরেখা পাওয়া যায় তাতে শান্তির উৎস হিসাবে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পরিবার জীবনকে চিহ্নিত করা হয়। পরিবার শুরু হয় নারী-পুরুষ বা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ জীবন যাপনের মাধ্যমে। এর বৈধতা আসে বিবাহ নামক সামাজিক ও ধর্মীয় নীতিমালার ভিত্তিতে।

ইসলামের দৃষ্টিকোন

মানবিক ও নৈতিকতা পূর্ণ আদর্শিক পূর্ণাঙ্গ পরিবার জীবন ইসলামের মূল লক্ষ্য। তথাকথিত ধারণার ধর্ম ইসলাম নয়, বরং শিশু থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার নাম ইসলাম। দৈনন্দিন নামাযের বিধানের ন্যায় পারিবারিক নিয়ম-নীতিকে অমান্য করে জীবন-যাপন করলে বাস্তব জীবনে শান্তি তো আসে না, উপরন্তু সমাজে অশান্তি বাড়ে। এই কারণে আল্লাহ কুরআনের পাঁচ শতাধিক আয়াত দিয়ে এবং রাসূলের প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা দিয়ে পারিবারিক জীবনের মডেল পেশ করেছেন। যে কেউ সুখী সুন্দর জীবন গড়তে চাইলে, এটাই তার জন্য সর্বোত্তম নমুনা এই কথা কুরআন বলেছে :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ...

'যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে।' (সূরা আহযাব: ২১)

তাই কোন ব্যক্তি কখনো ঈমানের দাবী নিয়ে ভিন্ন পারিবারিক আদর্শ সামনে রেখে জীবন যাপন করলে তা হবে শয়তানের বোঝা কাঁধে বওয়ার মতো। এ রকম নীতিমালার বিবরণ অসংখ্য আছে কুরআনে। যেমন:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ

(১) 'পবিত্র তিনি, যিনি যমীন থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে, তাদেরই মতো মানুষকেও এবং তারা যা জানে না, তার প্রত্যেককেই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা ইয়া-সীন: ৩৬)

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً

(২) 'আল্লাহ তোমাদের জন্যে তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং পুত্র-পৌত্রাদি দিয়েছেন।' (সূরা নাহল: ৭২)

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

(৩) 'আর তাঁর এক নিদর্শণ এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকটে শান্তি লাভ করতে পারো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া দান করেছেন।' (সূরা রূম: ২১)

মাত্র এই তিনটি আয়াত থেকে পারিবারিক জীবনের উৎস বিষয়ের গভীরতায় যাওয়া যেতে পারে। সমাজের ভিত্তি যে মৌলিক কাঠামোর মধ্যে এবং যার কারণে আমাদের বংশ রক্ষা হয়, পরবর্তী প্রজন্মের আশা আকাঙ্খা নিয়ে দিনাতিপাত করি, তা তো সুখময় না হলে মনের মধ্যে আগুণ জ্বলবে।

সন্তান আল্লাহর দান

বংশে বাতি দেওয়া বা বংশ রক্ষার চিন্তা কার বা থাকে না ? পার্থিব জীবনে সন্তান না থাকলে মর্মাহত হয়ে বাস করতে হয়। এ মায়া- মমতার প্রকৃতি, এর অনুভূতি এক নৈসর্গিক আনন্দ আনে। কুরআন এর জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে সন্তান এবং তার ইতিবাচক দিক পেশ করেছে। পিতা-মাতার যুগল থেকে সন্তানের আসার পিছনে নিরঙ্কুশ ভাবে আল্লাহর ইচ্ছা কার্যকর হয়। মানুষ চাইলেই পুত্র অথবা কন্যা সন্তান লাভ করতে পারে না! চিন্তাশীল মানুষ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়টা বুঝতে পারছেন। কুরআন বলে -

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۝
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَٰثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا

'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।' (আশ শূরা: ৪৯-৫০)

সন্তানের কামনা নবী-রাসূলগণও করেছেন। ইব্রাহীম (আঃ) দোওয়া করেছিলেন যে,

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

'হে আমার প্রভু, আমাদের উভয়কে আপনার মনঃপূত মুসলিম বানিয়ে দিন এবং আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে এমন এক জাতিসত্তার আগমন ঘটান, যা হবে আপনার অনুগত।' (সূরা বাকারা:১২৮)

সন্তানের পার্থিব লাভ ও উপকারিতার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা এসেছে। সন্তান জান্নাত লাভের মাধ্যমও। মানুষ তার সন্তান ও পরিবার বর্গের জন্য যা ব্যয় করে তা তার নেকী বা পূণ্যের পাল্লা ভারী করে। মৃত্যুর পরও মানুষের পাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ হলেও হাদীসে তিনটি মাধ্যমের কথা উল্লেখ আছে।

اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث - صدقة جارية
اؤ علم ينتفع به اؤ ولد صالح يدعو له -مسلم

'মৃত্যুর পর মানুষের সকল কাজের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়। কিন্তু তিনটি অব্যাহত থাকে। (১) স্থায়ী বা বহমান দান (২) যে ইলম থেকে মানুষ লাভবান হ'তে থাকে (৩) সৎ সন্তান, যে পিতা-মাতার জন্য দোওয়া করে। (মুসলিম) এক হাদীসে আছে যে, কোন এক সময় এক ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করবে যে, হে আমার প্রভু! কিভাবে আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি হলো? তাকে বলা হবে তোমার পর তোমার সন্তান তোমার জন্য দয়া ও ক্ষমার জন্য কাতর আবেদন জানিয়েছে। তাই তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে।' (ইবনু মাজা)

সন্তান হলে তবে মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের প্রসঙ্গ আসে। এ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আবেগ, অনুভূতি; যা মানুষের মধ্যে উষ্ণ স্নেহ এবং আন্তরিক মায়া-মমতা ও ভালোবাসার জোয়ার বইয়ে দেয়। সন্তানের প্রতি মায়া মায়ের অবারিত দান। সন্তান পুত্র হোক বা হোক কন্যা, মা সর্বাবস্থায় তার যত্ন, সেবা ও প্রতিপালনের

জন্য দিবা-রাত্রির পরিশ্রম একাকার করে দেয়। গর্ভ ধারণ থেকে প্রতিপালন করা কালে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। একটি সন্তানের লালন পালনের জন্য মা ভিন্ন এমন কষ্ট ও ত্যাগ পৃথিবীর অন্য কেউ স্বীকার করতেই পারে না। সন্তান মনকে তৃপ্তি দেয়। দাম্পত্য জীবনে এবং সংসারেও শান্তির দূত হয়ে আসে। সন্তান পুত্র কন্যা নাতি নাতনী, সবই অন্তরকে শীতল করে রাখে। নিঃসন্তান ব্যক্তিগণ এর মর্মজ্বালা শিরায় শিরায় বুঝে থাকে।

শিশুদের যত্ন ও আদব-কায়েদা মত গড়া

সন্তান নিজের এবং বংশের ভবিষ্যত। ব্যক্তির সামাজিক পরিচিতির একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকে সন্তানের স্বভাব, চালচলন, অন্যান্য আত্মীয়ের সঙ্গে তার মেলামেশা এবং ব্যবহারের উপর। সন্তান বিষয়ে হীনমন্যতা ও তাদের দুর্ব্যবহার কিংবা তাদের প্রতি দায়িত্ব- কর্তব্যে অবহেলা করায় তারা অপরাধী ও অসৎ হয়ে থাকে। আজকাল শিশু অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০ সালে পুলিশ গ্রাহ্য অপরাধে ধৃত শিশুর সংখ্যা ছিল ১৫,০৬০; অন্যান্য অপরাধ মিলিয়ে সেই সংখ্যা ছিল ৩০,৪১৬। ১৯৮০-৮১ জাপানী পুলিশের সমীক্ষায় প্রকাশ যে, পারিবারিক পরিবেশ অনুকূল না থাকায় ৮৫% সন্তান বিপথগামী হচ্ছে। রাসূলের হাদীস এ বিষয়ে যথেষ্ট তাৎপর্যময়। তিনি বলেছেন: একজন পিতা তার সন্তানকে বৈষয়িক যাই দিক, তার থেকেও উত্তম হলো তার নৈতিক শিক্ষাদান করা। তাই সন্তানের চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও নৈতিক মূল্যবোধ যাতে গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে সব সময় সচেতন ভূমিকা পালন করা দরকার। পরিবার-পরিজনের পর পারিপার্শ্বিক লোকজনের এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষিকার আচার-ব্যবহার এ ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্রের জ্বালাও সন্তানের নৈতিকতায় সর্ব

গুণনাশী। কিন্তু পরিবারে যদি ইসলামী তালীম তরবিয়তের চলন থাকে, তাহলে সন্তানের নৈতিক মানোন্নয়নে সহায়ক হয়। সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সন্তান পুত্র-কন্যা? আল্লাহর দান

এক কালের আরবের অজ্ঞ লোকদের ন্যায় নব্য যুগের তথাকথিত আধুনিক মানুষও; এমনকি মুসলিমদের অনেকাংশে কন্যা সন্তানের ভুমিষ্ঠ হওয়াকে অপমান জনক মনে করে রুষ্ট ও বিরক্ত হয়। এ ধারণাকে তাচ্ছিল্য করে আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ .....أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে (কন্যাকে) থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখো, তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।' (সূরা নাহল: ৫৮-৫৯)

এককালে অবস্থা এমনও ছিল যে কন্যা সন্তানের পিতৃত্ব হওয়ার অপমানে তাকে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করতে মায়া জাগতো না। আল্লাহ বলেন:

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ

'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে?' (আত তাকবীর: ৮-৯)

এ ছিল অতীতের অজ্ঞতার চিত্র। বর্তমানের বাস্তব চিত্র কেমন। কন্যা ভ্রূণহত্যা, স্বেচ্ছায় গর্ভপাত কিংবা অবৈধভাবে গর্ভপাতের

জন্য নার্সিংহোমের লুকোচুরি প্রকাশ্য ও ব্যাপকহারে চোখে পড়বে। যে কারণে কন্যা সন্তান হত্যা, ভ্রূণহত্যা করার প্রবনতা থাকে তার মৌলিক কারণ উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا

'দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও আমি জীবিকা বা জীবন উপকরণ দিয়ে থাকি।' (সূরা ইসরা: ৩১)

পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

কুরআন বলেছে:

قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ

'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেরা এবং তোমাদের পরিবার পরিজনদের জাহান্নামের আগুণ থেকে রক্ষা করো।' (সূরা তাহরীম-৬)

সুতরাং পরিবারের ভবিষ্যৎ যারা তাদেরকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। রাসূল ﷺ এর নিম্ন বানী স্মরণীয় যে,

الا كلكم راع و كلكم مسؤل عن رعيته .....

১) 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (বুখারী, মুসলিম)

২) পিতা তার সন্তানের জন্য যা কিছু দেয় ,তার মধ্যে উত্তম হলো তাদের তালীম ও তরবিয়ত দেওয়া। (মিশকাত)

৩) রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের এবং তোমাদের

পরিবারকে সুশিক্ষা ও তরবিয়তের শিক্ষা দাও।' (মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রায্যাক)

৪) কুরআনের বর্ণনা যে-

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

'তোমার পরিবারকে নামাযের হুকম দেবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে।' (সূরা ত্ব-হা: ১৩২)

তাই রাসূল ﷺ বলেন: 'সন্তান সাত বছরের হলে নামাযের জন্য উৎসাহিত করবে, আর বয়স দশ বছর হলে প্রয়োজনে মারবেও। (আবু দাউদ-৪৯৫)

৫) যার সন্তান কুরআনের ইলম হাসিল করে, তার জন্য কেয়ামতের দিন তার পিতাকে সূর্যসম উজ্বল মুকুট পরানো হবে। (মিশকাত)

৬) এক ব্যক্তি পরকালে তার মর্যাদার উন্নতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেওয়া হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য দয়া ও ক্ষমার আবেদন জানিয়েছে।

এর থেকে বোঝা সহজ হলো যে পিতা-মাতা তার সন্তানের জন্য নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। বাড়ীর মুখ্য ভুমিকায় অভিভাবক সচেতন হলে সন্তানের বৃদ্ধি বিকাশ সুষ্ঠুভাবে হতে থাকে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে পরিবার জীবন বিশৃংখল হয়। যে সমাজের পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি যত্নশীল হয়, সে সমাজের প্রজন্মের পরিবেশ ইতিবাচক হয়ে থাকে।

সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কুরআনের সূরা ইসরায় আল্লাহ বলেনঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا

'আল্লাহর এবাদতই চূড়ান্ত কথা। অতঃপর পিতা-মাতার দায়িত্ব পালন করাই কর্তব্য।' (সূরা ইসরা: ২৩)

দুটো বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে। এক) আল্লাহ ভিন্ন অপর কারও দাসত্ব করা যাবে না। দুই) এরপর মনোগ্রাহী ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা। একবার এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন যে, পৃথিবীতে কার প্রতি সর্বাধিক দায় বর্তায়? রাসূল পর পর তিনবারই মায়ের কথা বলে চতুর্থ বার পিতার কথা বললেন। সুতরাং মা-ই সর্ব প্রথম সদ্ব্যবহার পাওয়ারই হকদার। আর একজন পিতা-মাতার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: এরাই অর্থাৎ পিতা-মাতা-ই তোমার জান্নাত, তোমার জাহান্নাম। (ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

এর অর্থ হলো কুরআন-হাদীসে মা-বাপের জন্য যে দায়িত্ব কর্তব্যের কথা বলা আছে, তা আদায় করার মাধ্যমে সন্তান জান্নাত লাভ করতে পারে। এই কর্তব্য পালন না করলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হয় না। আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই জান্নাত, অন্যথা জাহান্নাম অবধারিত।

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

'মা বাপের উভয়ের কিংবা একজনেরও বার্ধক্যকালে সন্তানের সদ্ভাব বজায় রাখা ফরয।' (সূরা ইসরা: ২৩-২৪ মর্মানুসারে)।

একবার রাসূল ﷺ বললেন: সেই ব্যক্তি ধ্বংশ হোক, ধ্বংশ হোক, ধ্বংশ হোক, -যে তার পিতা-মাতার বার্ধক্যে পেল এবং সেবা যত্ন করে জান্নাত লাভ করতে পারলো না, সেই-ই ধ্বংশ হোক। মা-বাপকে সুনযরে দেখাও পূণ্যের কারণ। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মা বাপের প্রতি দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে তাকায়, তার জন্য আল্লাহ তাকে এক মকবুল বা গ্রহণযোগ্য হজের নেকী দান করেন। এক ব্যক্তি বললো, যদি দিনে সে শতবার তাকায়? রাসূল বললেন, 'হ্যা- আল্লাহর করুণা শতবারও তোমার ওপর পতিত হবে।' (মুসলিম)

ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কুরআন এক দয়ালু দৃষ্টিতে বক্তব্য পেশ করেছে। যেমন:

يَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ

'লোকেরা জিজ্ঞাসা করে তারা কি ব্যয় করবে? তাদের বলে দাও, তারা যা ব্যয় করে তার প্রথম হকদার তাদের মা বাপ।' (সূরা বাকারা: ২১৫)

এ ছাড়া হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন: সব থেকে বড় গুণাহ কি বলবো? বলেন, আল্লাহর শরীক করা এবং মা বাপের অবাধ্য হওয়া। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

আর এক হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন: প্রত্যেক পাপের শাস্তির জন্য আল্লাহ কেয়ামত দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন কিন্তু মা বাপের অবাধ্যতার শাস্তি আল্লাহ তার মৃত্যুর আগেই দেন। (হাকেম)

শ্বাশুড়ি -বৌ-এর বিবাদ বহুজন পরিচিত বিষয়

এটাই পরিবার জীবনের ইসলামী নীতিমালা। পারিবারিক জীবনে সুখ শান্তি ও স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে চাইলে এর ব্যতিক্রম

করা যাবে না। এ কথা আর কেউ না বুঝলেও ঈমানদারের হৃদয়ে আল্লাহ ও কুরআনের মহব্বতের ঢেউ খেলবে না কেন?

সমাজ জীবনের মৌলিক দৃষ্টিকোন যেখানে এবাদত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে; সেখানে এমন বিসম্বাদের আশংকা তূলনায় কম থাকে। শ্বাশুড়িরও মেয়ে থাকে, সে তার শ্বশুর বাড়ীতে সংসার করে। এমন ভাবনায় বৌমাকে নিজের কন্যাসম জ্ঞাণ করে সংসারে চলার চেষ্টা করা দরকার। তাছাড়া ভিন্ন সংসার ও ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসার ফলে বৌমা শ্বশুর বাড়ীর অনেক কিছু রপ্ত করে উঠতে পারে না। অনেক সময় ভালো রান্নাও নাও জানতে পারে। আত্মীয়-স্বজনের পরিচিতি ও বাড়ীর নির্দিষ্ট কিছু বিষয় অজানা থাকে। সকল অবস্থায় শ্বাশুড়ি তার বৌমাকে নিজের মেয়ের মতো আদর করে ক্রমান্বয়ে শিখিয়ে দেবে। এ কাজ করার পরও বৌমার চাল চলনে খুঁটি নাটি কিছু ভুল থাকলে মেয়ের মতো তাকে আদর করে সংশোধন করে নেবে।

বৌমাকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর জান্নাত জাহান্নাম নির্ভর করছে মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের মধ্যে। নিজের মায়ের মর্যাদা যেমন, শ্বশুর বাড়ীতে শ্বাশুড়ির মর্যাদা কোনও ভাবে তার থেকে কম নয়। এই বাস্তব বিবেক নিয়ে বৌমার সংসার জীবন চলতে থাকলে, সে সংসারে সুখ শান্তি না আসার কারণ থাকতে পারে না। বৌমার কাছে স্বামীই সব নয়। স্বামীরও নিকট বা সংশ্লিষ্ট আত্মীয় স্বজন থাকে। সবাইকে নিয়ে সহনশীল ও মানবিক পরিমন্ডলে সংসারে চলার চেষ্টা করলে সংসার সুখের হয়; পরিবারে শান্তি বিরাজ করে। দাম্পত্য জীবনে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, সহানুভূতি ও আল্লাহর দয়া লাভের আশা করা যায়।

সুসংহত পরিবার
সুসংহত সমাজ

মোঃ তাহেরুল হক

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩

বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাস্ট
কলকাতা-১৩